



मन कि बात

পর্ব 5



MANN KI BAAT

VOL.5

Authors

Sarda Mohan and Tanushree Banerji

Illustrations and Cover Art

Dilip Kadam

Assistant Artist

Ravindra Mokate

Production

Amar Chitra Katha

Published by

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-81-19596-44-7

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, August 2023

© Ministry of Culture, Govt of India, August 2023

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**,
a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops.
Find out more at www.acklearn.com or write to us at acklearn@ack-media.com.



প্রিয় শিশুরা,

আমাদের দেশের এবং এই গ্রহের ভবিষ্যত তোমাদের মত ছোটদের হাতেই রয়েছে। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে সুখী এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতি হয়ে উঠতে পারব কি না, তা তোমাদের উপর নির্ভর করে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, আমাদের আগের প্রজন্মও তাদের সেরাটা দিয়েছিল। আমরা অতীতে অনেক ভুল করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা এবং আমাদের ভুল থেকে তোমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং ভারতের জন্য সঠিক পথ তৈরি করতে হবে। এই কারণেই আমি আমাদের তরুণদের তাঁদেরকে দেখাতে পছন্দ করি যারা জীবনকে উন্নত করতে, সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে, যা হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধার করতে এবং নতুন আশা জাগানোর জন্য অনেক কিছু করেছেন।

আমাদের মন কি बात কমিকের পঞ্চম সংস্করণে, তোমরা সাগর মূলে সম্পর্কে পড়বে, যিনি কোঙ্কন শিল্পকলা 'কাভি'-কে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন।

তোমরা পূর্ণা মালাভথের সংগ্রাম এবং বিজয় সম্পর্কে জানতে পারবে। 13 বছর বয়সে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছানোর জন্য সে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে হিসেবে নাম করেছে।

তোমরা পটায়ত সাহ সম্পর্কে জানতে পারবে, যে কিনা ছয় বছর বয়স থেকে তাঁর দাদুকে অনুসরণ করে তাঁর কাছ থেকে গুপ্তধি গাছ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে সমস্ত কিছু শিখে নিয়েছিল।

কৌতূহলী হও, শিখতে ইচ্ছুক হও এবং যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ভয় পেও না।

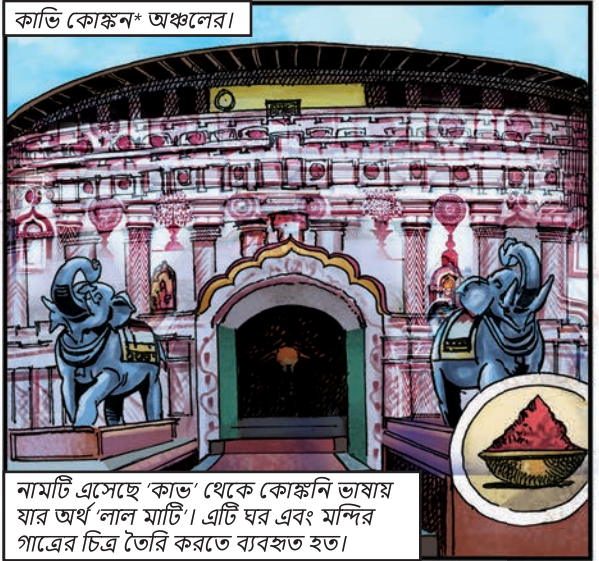


ସୂଚୀପତ୍ର

1	ସାଗର ନାହିକ ମୁଲେ	3
2	ପଟାୟତ ସାହୁ	6
3	ଚନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପାଟିଲ	9
4	ସତୀନ ଲଳିତ ସିଂ	11
5	ରୋହଣ କାଳେ	14
6	ଶ୍ୟାମ ସିଂ ଏବଂ କୁଁୟାର ସିଂ	17
7	ଗୌତମ ଦାସ	20
8	ଅରୁଣ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତି	22
9	ପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଳାଭଥ	25
10	ବିକ୍ରମଜିଂ ଚାକମା	28
11	ମନୋଜ୍ଞ ବେଞ୍ଜୁଓୟାଲ	30

সাগর নাইক মুলে

শিল্পকলার ক্লাস চলছিল এবং সবাই সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত ছিল -



যদিও কাভি-কে সবাই প্রায় ভুলে গেছে, শুধু একজন ব্যক্তি যিনি এটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করছেন...



*গোয়া, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল বরাবর এলাকা

হায়দ্রাবাদের একটি কলেজে
চারুকলা পড়ার সময় -



স্নাতকোত্তর করার পর, সাগর কাভি
নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।



তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে কাভিকে কাগজে বা ক্যানভাসে
নতুন করে আঁকা দরকার, যাতে আরও বেশি লোক এটি দেখতে পারে।

২০২০ সালে, নবরাত্রি উৎসবের ঠিক আগে -



সাগর কাগজের উপর কাভি আর্ট তৈরি করতে শুরু
করলেন। তার বিষয় ছিল গোয়ার কুলদেবীরা*।



তাঁর এই শিল্পকর্মটি তিনি যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট
করেন, তখন তিনি সেখানে প্রচুর প্রশংসা পান।

তারপর থেকে সাগর আরও অনেক কাভি চিত্র তৈরি করেছেন।



২০২৩ সালে, ভারত G20 শীর্ষ সম্মেলনের* আয়োজক দেশ হয়ে ওঠে। এর সম্মানে, সাগর গোয়ার মিরামার বিচে একটি সুন্দর শিল্প প্রদর্শনের আয়োজন করেন।



এই শীর্ষ সম্মেলনের জন্য এমন ছবি আঁকা দারুণ সম্মানের! এটি এখন সব মাত্র অর্ধেক হয়েছে, এটি আরো বড় হবে।

এটি একটি কাভি নকশা, একে বলা হয় 'জীবনের ফুল'।

আমার কাজ একটি প্রাচীন শিল্পকর্মের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু আমি এটির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালবাসি। আমার লক্ষ্য শুধুমাত্র কাভিকে পুনরুজ্জীবিত করা নয় বরং এটিকে একটি আধুনিক উপায়ে প্রচার করা।



এই নকশাটি শেষ করতে তাঁর ৪৪ ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

মন কি বাত-এ তাঁর নাম উল্লেখ করার পর, সাগর এখন জাতীয় মর্যাদায় প্রথম সারিতে চলে এসেছেন।



আমি খুবই আনন্দিত যে আমার প্রচেষ্টা আঞ্চলিক শিল্পকে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। আমি এটিতে কাজ চালিয়ে যাব।

* অনেক দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্মেলন

পটায়ত সাহু



*উড়িয়ার একটি জেলা

** উড়িয়া ভাষায় দাদু

১ পরম্পরাগত নিরাময়কারী



বড় হওয়ার সাথে সাথে পটায়ত তার বেশিরভাগ সময় আয়ুর্বেদ এবং ঐতিহ্যগত নিরাময়ের বই পড়ে ব্যয় করতে লাগলো। একদিন-



কিছুদিন পর-



পরবর্তী চল্লিশ বছরে, পটায়তের ছোট বাগানটি 3,000টিরও বেশি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সহ 1.5 একরেরও বেশি জমি নিয়ে বেড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে তার নিজের পরিবারও বেড়েছে।



*কালাহাণ্ডি জেলায় ঐতিহ্যবাহী নিরাময়কারীদের একটি সমষ্টি

^উড়িয়া ভাষায় বাবা

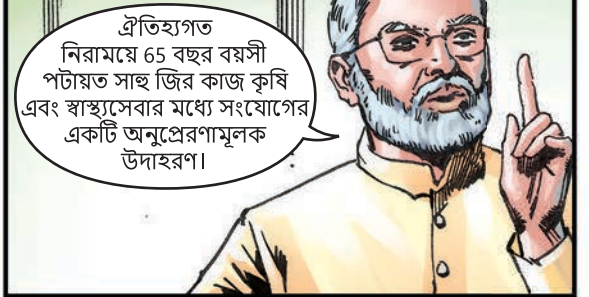
পটায়ত দিনে একজন কৃষক এবং রাতে বৈদ্য হিসাবে কাজ করতে থাকেন। এক সন্ধ্যায় -



এক সপ্তাহ পরে-



২০২১ সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার রেডিও প্রোগ্রাম, মন কি বাত-এ পটায়ত সাহুর প্রশংসা করেছিলেন।



পটায়ত সাহু ঔষধি গাছ সংরক্ষণে তার অবদানের জন্য ২০২৩ সালে পদ্মশ্রী লাভ করেন।



* নিরাময় ঔষধি

^ শুকনো আদা দিয়ে ভেজ গুঁড়ো

চন্দ্র কিশোর পাটিল

কুলের মধ্যান্তরের সময়ে বাচ্চারা কাগজের প্লেন বানিয়ে খেলছিল।



আমার
প্লেন সব থেকে
দূরে যাবে।

না,
আমারটা
যাবে।

ঠিক তখনই বেল বেজে উঠলো আর বাচ্চারা সব ক্লাসে ফিরে গেলো।



ওহ হো! আমরা
আমাদের বানানো
প্লেনগুলো তো তুলতেই ভুলে
গেছি। স্যার, আমরা মাঠে
গিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার
করে দিয়ে আসার জন্য কি
5 মিনিট সময় পেতে
পারি?

যেতে পারো, তবে
পরিচ্ছন্নতা চ্যাম্পিয়ন, চন্দ্র
কিশোর পাটিল সম্পর্কে আমার
গল্পের পরে। যিনি নন্দিনী
নদীর* দূষণ রোধে পাঁচ বছর
ধরে কাজ করছেন।

সেদিন ছিল 2015 সালের সংক্রান্তির দিন।
চন্দ্র কিশোর পাটিল নাসিকের নন্দিনী নদীর
সেতুর উপর দিয়ে হাঁটছিলেন, তখন -



স্যার, আপনি
কি এই পাখিটিকে ধরে
রাখতে পারবেন যতক্ষণ
আমি এর পায়ে জড়িয়ে
যাওয়া মাঞ্জা**টা
কাটব?

নিশ্চই।



আপনার
সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।
আমি চাই যে, সব মানুষ
জানুক যে মাঞ্জা পাখিদের
কিভাবে প্রভাবিত করে। আমি
এই মাসে ট্রাফিক সিগন্যালে
এই বিষয়ে সচেতনতা
বাড়াব।

আমি কি
আপনার সাথে যোগ
দিতে পারি? আপনার
কাজে লাগতে পারলে
আমার ভাল লাগবে।

একদিন, চন্দ্র কিশোর যখন ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে
পথচারীদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি দেখলেন
মানুষ নদীতে আবর্জনা ফেলছে। এক সন্ধ্যায় -



থামুন!
দয়া করে নদীতে
টিনের কৌটো
ফেলবেন না।

এতে আপনার
অসুবিধা কী হচ্ছে?
আমাদের যেমন ইচ্ছে
তেমন করব।

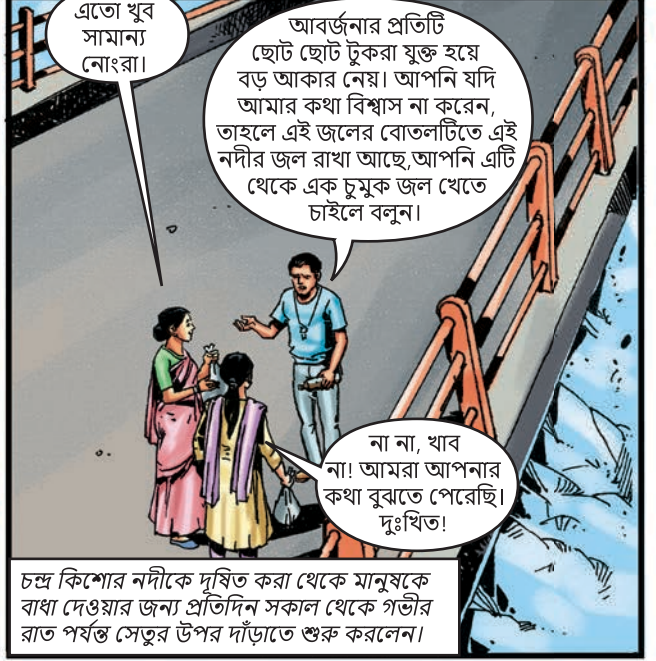
*গোদাবরী নদীর একটি উপনদী
^হিন্দু উৎসব

**ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য ব্যবহৃত কাচের গুঁড়ো লেপা সুতো

ঘটনাটি চন্দ্র কিশোরকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। বাঁশিতে সজ্জিত হয়ে পরদিন খুব ভোরে তিনি ব্রিজের উপর পৌঁছে গেলেন-



থামুন! নদীতে আবর্জনা ফেলবেন না। এতে নদী দূষিত হয়ে পড়ছে।



এতো খুব সামান্য নোংরা।

আবর্জনার প্রতিটি ছোট ছোট টুকরা যুক্ত হয়ে বড় আকার নেয়। আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তাহলে এই জলের বোতলটিতে এই নদীর জল রাখা আছে, আপনি এটি থেকে এক চুমুক জল খেতে চাইলে বলুন।

না না, খাব না। আমরা আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। দুঃখিত!

চন্দ্র কিশোর নদীকে দূষিত করা থেকে মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেতুর উপর দাঁড়াতে শুরু করলেন।

এক বছর পর-



ভাইয়া* তুমি কি করছ?

আমি নদীর তীরে স্থানীয় গাছ লাগাচ্ছি যাতে নদীর চারপাশে একটি সবুজ বেড়া তৈরি করা যায়।

আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

দশেরার^১ সময়, চন্দ্র কিশোর এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন।



এই ব্যাগের মধ্যে পুজোর ফুল আছে। আমি এগুলি আবর্জনার ব্যাগে ফেলতে পারি না। আমাকে এগুলি জলে ফেলতে হবে।

বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাদের নদীগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে। আপনি কি পরিবর্তে ব্যাগ গুলি আমার কাছে রেখে যাওয়ার কথা ভাবতে পারবেন?

চন্দ্র কিশোর ফুলে ভরা প্লাস্টিকের ব্যাগ সংগ্রহ করলেন এবং তারপর তাদের নিরাপদ নিষ্পত্তির জন্য পৌর নিগমের সাথে সমন্বয় করলেন।

২০২২ সালের মার্চ মাসে, যখন প্রধানমন্ত্রী মোদি তার রেডিও প্রোগ্রামে তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন -



আমি প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমার কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনেক লোক আমার সাথে অভদ্র আচরণ করে, কিন্তু আমি এখনও তাদের যা সঠিক তা করতে চাপ দিই। আমি চাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এই নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করুক।

যতীন ললিত সিং

ক্লাসে আজ খুব উত্তেজনা।

লক্ষ্মী এবং আমি আগামী মাসে ইন্টার স্কুল মিট-এ সাধারণ জ্ঞান বিভাগে কুইজে অংশ নিতে যাচ্ছি।

এটা খুবই ভাল ব্যাপার। তবে তোমরা দুজনেই এটা নিশ্চিত কর যে লাইব্রেরিতে গিয়ে যেন নিজেদের জ্ঞান বাড়িয়ে নিতে প্রচুর বই পড়তে পারো।

হ্যাঁ, আমাদের লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিষয়ের নানা ধরনের বই আছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশে কিছু জায়গায় এত বই পাওয়ার অবকাশ নেই। আমাদের আজকের গল্প যতীন ললিত সিং নামে এক ব্যক্তিকে নিয়ে যিনি উত্তর প্রদেশে একটি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

2020 সালের মার্চ মাসে, ভারত COVID-19 এর কারণে লকডাউনে চলে যায়। যতীন ললিত সিংও তার গ্রাম হারদোই*তে চলে গিয়েছিলেন। 24 বছর বয়সী যুবক দিল্লিতে আইন অনুশীলন করতেন।

ভাইয়া^১, তুমি কি আমাকে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বইগুলি পেতে সাহায্য করতে পারো? পাবলিক লাইব্রেরি এবং বইয়ের সব দোকান বন্ধ।

দেখি আমি কি করতে পারি।

এক সপ্তাহ পরে, যতীন তার বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু বই পেতে সক্ষম হয়।

ধন্যবাদ ভাইয়া। আমি আমার বন্ধুদের সাথেও এই বইগুলি ভাগ করে নেব।

এই মহামারী চলাকালীন, অনেক যুবক বই ছাড়া হয়ত প্রচুর সংগ্রাম করছে

যতীন স্থায়ী সমাধান খোঁজার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি নিকটবর্তী একটি মন্দিরের প্রাঙ্গণে খালি জমি লক্ষ্য করেন এবং কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন।

আমি কি এই জায়গাটিতে একটি কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করতে পারি? তার মধ্যে একটি লাইব্রেরি ও একটি স্টাডি সেন্টার থাকবে।

খুব ভাল ভাবনা। আমরা আপনাকে সমর্থন করব।

*উত্তর প্রদেশের একটি জেলা

^১ হিন্দিতে ভাই

যখন কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হচ্ছিল, যতীন এবং তার বন্ধুরা একটি বই সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। কিছু সপ্তাহ পর -



2020 সালের নভেম্বর মাসে-



শিশু ও যুবকদের পাশাপাশি মহিলারাও লাইব্রেরিতে আসতে শুরু করেন।



2021 সালের মার্চ মাসে যখন মহামারীর দ্বিতীয় তরঙ্গ আঘাত হানে, তখন যতীন 'গ্রামীণ কোভিড রিলিফ ওয়ার্কস' নামে একটি প্রচার অভিযান শুরু করেন।



অনেক মাস পর, যখন স্বাভাবিকতা ফিরে এল-



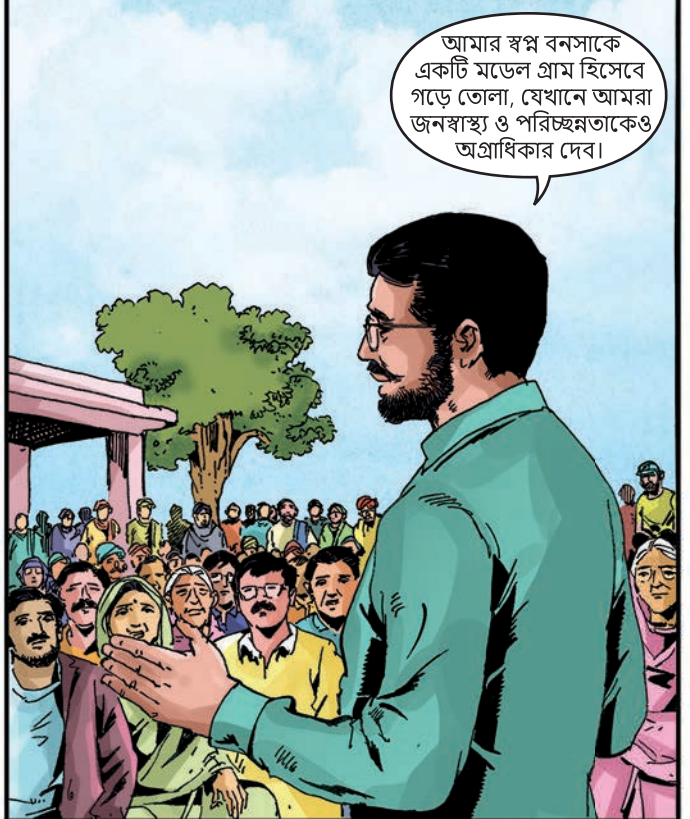
যতীন এবং তার দল সমগ্র হারদোই জেলা সফর করে এবং স্থানীয় স্কুলগুলিতে কর্মশালা পরিচালনা করে।



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার মন কি बात অনুষ্ঠানে যতীনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।



প্রশংসায় অভিভূত, যতীন সম্প্রদায়ের কল্যাণে তার প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে চান।



রোহণ কালে

নাযার স্যার এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মেহরাউলি প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্যানে একটি স্কুল ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

কবর আর ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা ধরে হাটছি। খুব ক্লান্ত লাগছে।

আরে, এটা কি?

এটি রাজোঁ কি বাওলি, দৌলত খান^১ দ্বারা নির্মিত একটি বিখ্যাত স্টেপওয়েল*। এসো আমরা এখানে আরাম করি এবং আমি তোমাদের বলি যে কীভাবে রোহন কালে মহারাষ্ট্রে শত শত স্টেপওয়েল বা সোপান জলাশয়ের সংস্কার করেছে।

সেটি ছিল ২০১৭ সাল। মুম্বাইয়ের একজন মানবসম্পদ পেশাদার রোহন কালে গুজরাটে সরকারি সফরে গেছিলেন।

মাফ করবেন, আপনি কি সপ্তাহান্তে দেখতে যাওয়ার জন্য কিছু ঐতিহাসিক স্থানের পরামর্শ দিতে পারেন?

এখানে প্রচুর হেরিটেজ সাইট রয়েছে, যেমন - দুর্গ এবং স্টেপওয়েলস যা স্থাপত্যের বিষয়।

রোহনের প্রথম দর্শনীয় স্থান ছিল 'রানি কি ভাভ', একটি প্রাচীন সোপান- জলাশয়।

স্থাপত্যকলা খুবই জটিল বিষয়। স্যার, আপনি কি জানেন এর বয়স কত?

এটি একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। গ্রীষ্মের মরসুমে জল সঞ্চয় করার জন্য স্টেপওয়েল তৈরি করা হয়েছিল। গুজরাটে ৫০০ টিরও বেশি স্টেপওয়েল বা সোপান-জলাশয় রয়েছে।

* কূপ বা জলাশয় যা দীর্ঘ সোপান সহ ধাপে ধাপে ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের দিকে নেমে যায়

^১ ষোলোশো শতাব্দীতে পাঞ্জাবের গভর্নর

রোহন আরও স্টেপওয়েল পরিদর্শন করেন এবং শীঘ্রই তিনি মহারাষ্ট্রের স্টেপওয়েলগুলির কথা ভাবতে শুরু করেন।



কি অসাধারণ স্থাপত্য। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার রাজ্যে এমন থাকতে পারে।

চিন্তাটি একটি উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল এবং অবশেষে ২০২০ সালে -



আমি আমার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

কেন? তাহলে তুমি এখন কি করবে?

আমি মহারাষ্ট্রের স্টেপওয়েলগুলি পরিদর্শন করতে যাচ্ছি।

পিঠের ব্যাগে কিছু মালপত্র নিয়ে, রোহন তার মোটরবাইকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, স্টেপওয়েলস পরিদর্শন করতে শুরু করল...



এটার অবস্থাও খুবই খারাপ।

...এবং সাবধানতা পূর্বক মানচিত্রে তাদের অবস্থান আঁকতে শুরু করল।

পরের কয়েক মাসে, তিনি মহারাষ্ট্রের ৪০০ টিরও বেশি স্টেপওয়েল পরিদর্শন করতে সক্ষম হন।



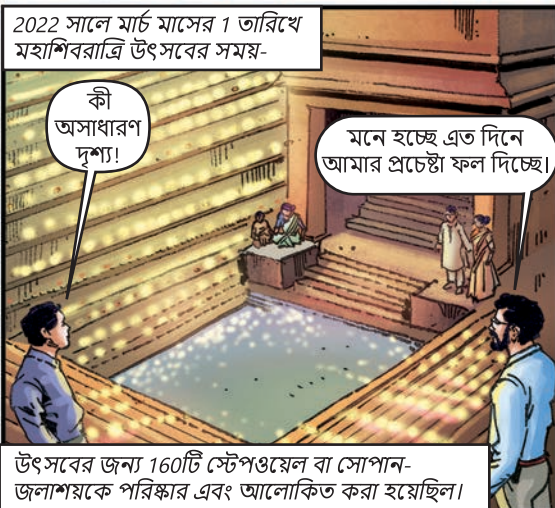
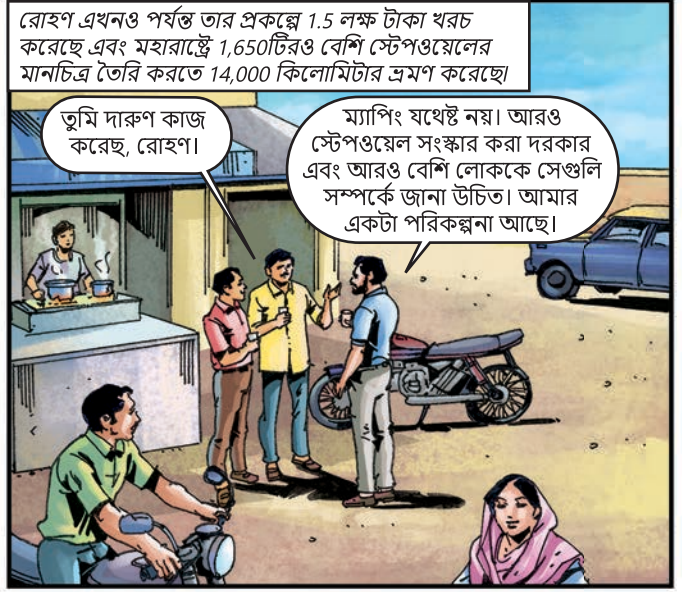
মহারাষ্ট্রের প্রায় ৮০ শতাংশ স্টেপওয়েলের অবস্থা খুবই খারাপ। আমাকে এই ব্যাপারে কিছু করতে হবে।

রোহন মহারাষ্ট্র স্টেপওয়েল ক্যাম্পেইন শুরু করেন এবং কয়েকজন স্বৈচ্ছাসেবকের সাথে কাজ করতে শুরু করেন।



শুনলাম, আপনি নাকি স্টেপওয়েল পরিষ্কার করতে এসেছেন। এটা কি সত্যি?

হ্যাঁ। আপনি কি জানেন যে এটি প্রায় ৪০০ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল? একবার পরিষ্কার করা হলে, এটি পুরো শহরের জন্য জল সংরক্ষণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।



শ্যাম সিং এবং কুঁয়ার সিং

আজ স্কুলে আসতে তোমার এত দেরি হল কেন, বিদ্যা?

আমার এলাকায় জল নেই। জলের পাইপলাইন ফেটে গেছে। এখন জল আনতে সকালে আমাদের ট্যাক্সারের কাছে যেতে হচ্ছে।

আশা করছি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তোমার বাড়িতে পানীয় জল না থাকলে কী হবে ভাবতে পারো? ইউপি'র দুই ভাই একবার এই রকমই একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল।

সেটি ছিল 2018 সালের 31 জুলাই- এর একটি ঘর্মান্তর বিকেল, যখন প্রাক্তন সৈনিক শ্যাম সিং, কচেরা*তে তার বাড়ি ফিরছিলেন।

একজন সৈনিক হিসেবে খারাপ লাগলেও, শেষ অবধি বাড়ি ফিরতে পেরে ভালই লাগছে।

সম্প্রতি তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন।

বাড়ি যাওয়ার পথে-

বছরের 365 দিন এই জল বয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে আমার পিঠে খুব ব্যথা হয়।

ব্যথার কারণে আমি ঘাড় নাড়তে পারি না। আমরা যদি আমাদের বাড়িতে জল পেতে পারতাম।

শ্যাম সিং সাহায্য করতে না পারলেও সবই শুনতে পেলেন।

এত বছর কেটে গেছে কিন্তু জলের সমস্যা একই রয়ে গেছে। আমাকে এই ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে।

বাড়ি পৌঁছানোর পর তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।



তোমাকে বাড়িতে পেয়ে খুব ভাল লাগছে, শ্যাম।

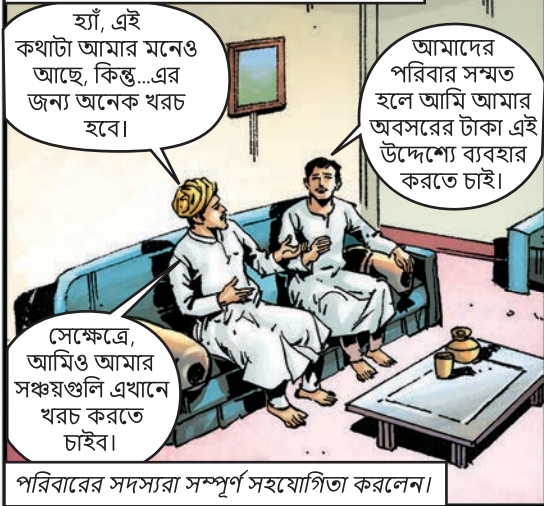
আমারও খুব ভাল লাগছে, ভাইয়া*। কিন্তু....

কী হয়েছে, শ্যাম?

গ্রামে এখনও বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা নেই। আমি মনে করি এখনই আমাদের প্রিয় মায়ের স্বপ্ন পূরণের সঠিক সময়।



দেবী, তাদের মা, ২০০০ সালে কচোড়া গ্রামের প্রধান^ ছিলেন। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছানো তার স্বপ্ন ছিল।



হ্যাঁ, এই কথাটা আমার মনেও আছে, কিন্তু...এর জন্য অনেক খরচ হবে।

আমাদের পরিবার সম্মত হলে আমি আমার অবসরের টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাই।

সেক্ষেত্রে, আমিও আমার সঞ্চয়গুলি এখানে খরচ করতে চাইব।

পরিবারের সদস্যরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করলেন।

দুই ভাই-এর কাছে ৩২ লাখ টাকা সঞ্চিত ছিল। তাঁরা গবেষণা এবং পরিকল্পনা শুরু করলেন।



আমাদের কাছাকাছি জমি এবং একটি পানীয় জলের উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের একটি দীর্ঘ পাইপলাইন, খাদনজাস** তৈরি করতে হবে এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বোর ^^ জল আদি পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করতে হবে।

কিন্তু এসবের আগে সব থেকে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল - তা হল গ্রামবাসীদের বোঝানো।

পরের দিন সকালে ভাইয়েরা মিটিং ডেকে কচোড়ার সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করলেন।



সুতরাং, সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাইপলাইন এবং এই অবকাঠামো তৈরি করতে আমাদের প্রায় এক বছর বা তার বেশি সময় লাগবে...

আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে আপনাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করব!

...আমাদের শুধুমাত্র আপনাদের সহযোগিতা কাম্য।

পাঁচ কিলোমিটার দূরে বস্তাই*-এর খাল, ভাইয়েরা এটিকেই মিষ্টি জলের উৎস হিসেবে বেছে নিলেন...



...এর আশেপাশের জমি পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিলেন...



...এবং ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইনের নির্মাণের কাজ শুরু হয়।



পাইপলাইনের দাম ভাইদের টাকা থেকে ২৭ লাখ টাকা ধার্য হল।

পাইপলাইনটি অবশেষে ২০২০ সালে বানানো সমাপ্ত হয়েছিল।



জল এসে গেছে! কী মজা!!

কি শান্তি! ইশ্বর কুঁয়ার সিং এবং শ্যাম সিং-এর মঙ্গল করুন!

গ্রামের ১,২০০ টিরও বেশি ঘরে বিশুদ্ধ জল পৌঁছে গেল। শীঘ্রই কুঁয়ার সিংকে গ্রামের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হল।

ভাইদের এই নিঃস্বার্থ অবদানের গল্প কচোরাকে মানচিত্রে স্থান দিয়েছে। একদিন সকালে ভাইয়েরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোন পেল।



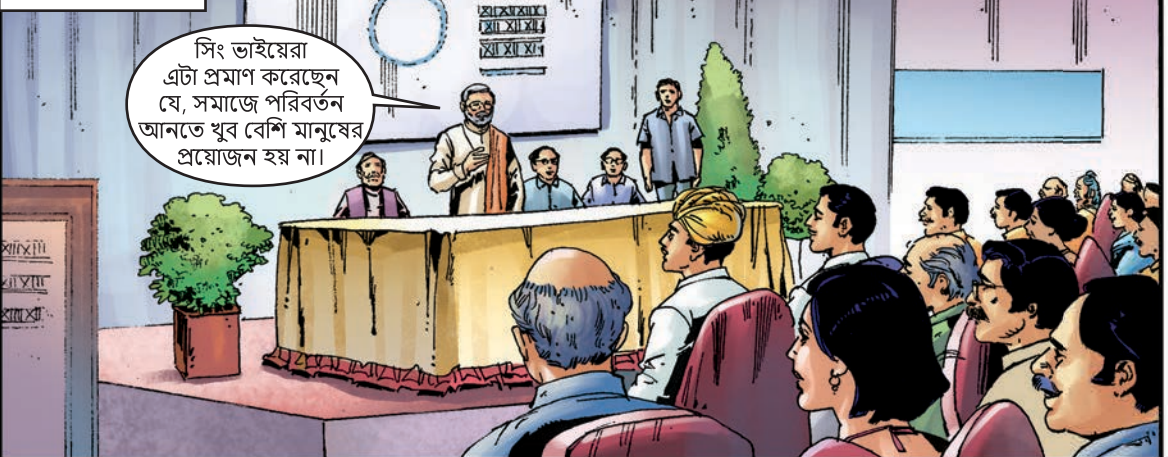
শ্যাম সিং জি এবং কুঁয়ার সিং জি, আমি নরেন্দ্র মোদী বলছি। কচোরায় আপনাদের উদাহরণ যোগ্য অবদানের জন্য আমরা গর্বিত।

ধন্যবাদ। স্যার!

এটি একটি বিস্ময়কর এবং একটি পরম সম্মান!

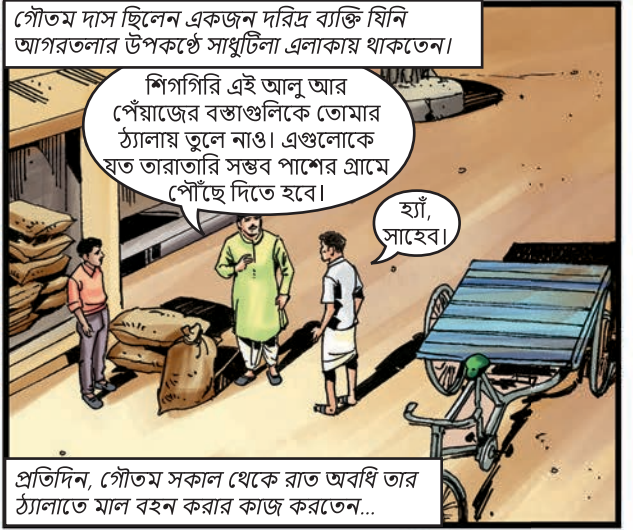
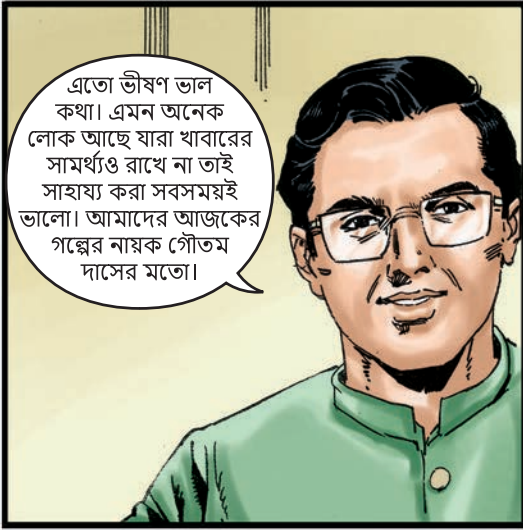
এটি একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন ছিল তবে উভয় ভাইই আনন্দিত ছিলেন।

দুজনকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য দিল্লিতেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সরাসরি সম্প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের।



সিং ভাইয়েরা এটা প্রমাণ করেছেন যে, সমাজে পরিবর্তন আনতে খুব বেশি মানুষের প্রয়োজন হয় না।

গৌতম দাস



কয়েক সপ্তাহ পরে, দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করা হল।



দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে কোন কাজ নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কিছু জমানো টাকা আছে। নইলে বাঁচতাম না।

দুঃখের বিষয়, বাবুর কোন জমানো টাকা নেই। আজ চারদিন ধরে তার ছেলেমেয়েরা কিছু খায়নি।

গৌতম সারা রাত ঘুমোতে পারল না। ভোর হওয়ার সাথে সাথে-



আমি আমার জমানো টাকা থেকে চাল আর ডাল কিনে বাবুকে দিয়ে আসব।

শীঘ্রই-



এই যে, বাবু। এই জিনিসগুলো রাখো আর সামনের সপ্তাহে আমি আরো কিছু রেশন নিয়ে আসব।

তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই!

গৌতম খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন কিন্তু অন্য পরিবারগুলোকে নিয়েও চিন্তা করতে শুরু করলেন যারা খাবার জোগাড় করতে পারেনি।

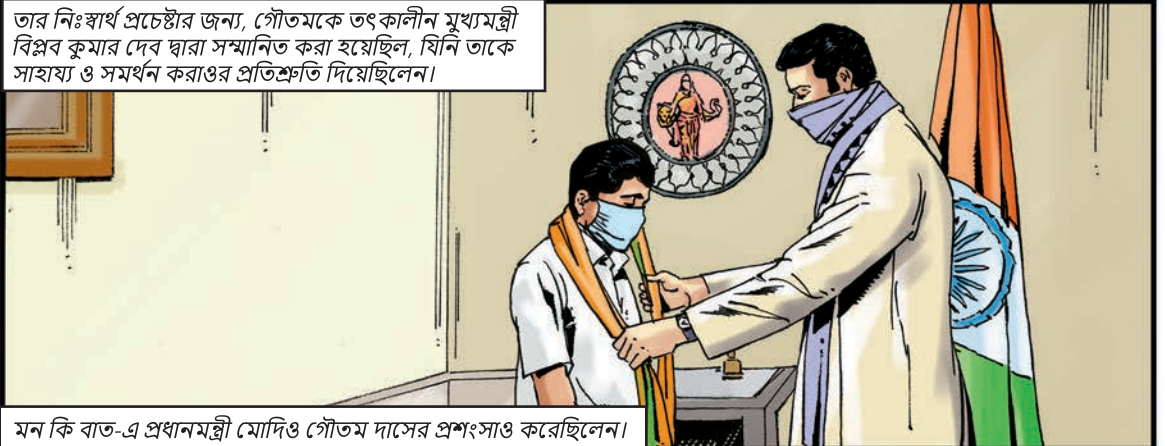
তিনি শীঘ্রই আরও চাল এবং ডাল কিনে আনলেন এবং যাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার ছিল না তাদের সবাইকে বিতরণ করার জন্য প্যাকেট তৈরি করলেন।



এটি পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত পরিবারের জন্যও যথেষ্ট হওয়া উচিত।

মহামারী চলাকালীন 160 টিরও বেশি পরিবারকে খাবার সরবরাহ করতে গৌতম তার সঞ্চয় থেকে 8,000 টাকা ব্যয় করেছিলেন।

তার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার জন্য, গৌতমকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল, যিনি তাকে সাহায্য ও সমর্থন করাওর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।



মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী মোদিও গৌতম দাসের প্রশংসাও করেছিলেন।

অৰুণ কৃষ্ণমূৰ্তি



ম্নাতক হওয়ার পর, অৰুণ কৃষ্ণমূৰ্তি হায়দ্রাবাদে কাজ করতে শুরু করেন।



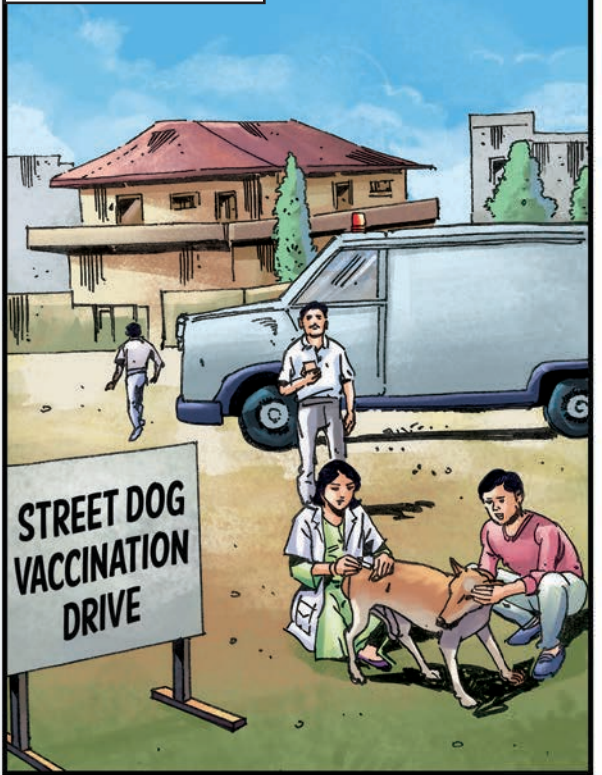
অৰুণের আগ্রহ অন্য দিকে ছিল যার কারণে তিনি এনভায়রনমেন্টালিস্ট ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া (ই. এফ. আই) শুরু করেন।



ইএফআই-এর অংশ হিসেবে অরুণ এবং তার স্বৈচ্ছাসেবকদের দল পরিবেশের জন্য একাধিক কাজ করে যেমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো কাজ...



...প্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন...



..গ্রামকে সাহায্য করা পরিবেশ বান্ধব এবং স্থিতিশীল করে তোলা...



...এবং জলাশয়গুলিকে পরিষ্কার করা ও রক্ষা করা।



অরুণের সংগঠন 15টিরও বেশি রাজ্যে কাজ করেছে এবং ভারতের প্রতিটি রাজ্যে সক্রিয় ভাবে কাজ করার লক্ষ্য রয়েছে।

ই.এফ.আই সাইকেল এবং সাভারি লেকের মতো প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও কাজ করে।



জলাশয় এবং তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অরুণ অনেক তথ্যচিত্রও তৈরি করেছেন।



2022 সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর রেডিও শো, মন কি বাত-এ তাঁর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

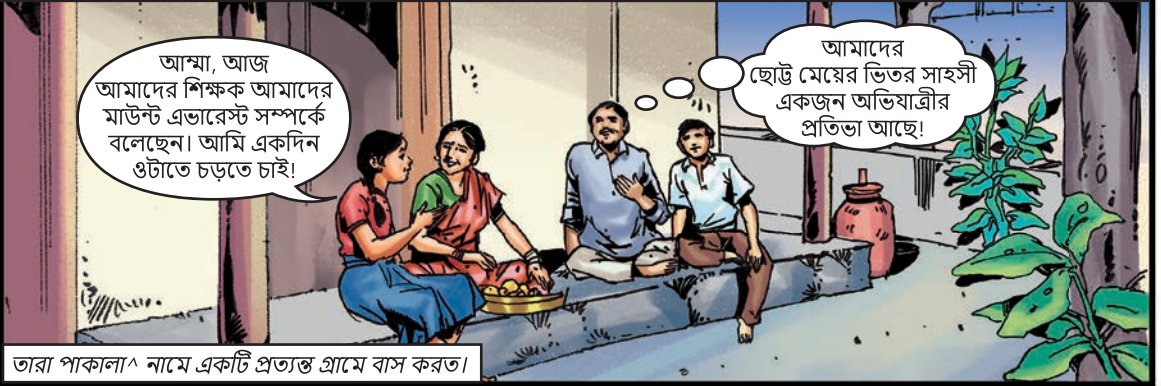


পূর্ণা মালাভথ

নায়ার স্যার তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে
একটা ছোট্ট পাহাড়ে ঘুরতে গেলেন।



দেবদাস এবং লক্ষ্মী মালভাথ, উভয়ই নম্র আদিবাসী* ক্ষেতমজুর ছিলেন এবং তারা ই ছিলেন পূর্ণা এবং তার ভাই নরেশের বাবা-মা।



তারা পাকলা[^] নামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করত।

পূর্ণা তার গ্রামের একটি সরকারি স্কুলে পড়ে, কিন্তু -



বেশিরভাগ মেয়েই নিরুৎসাহিত হয়ে স্কুল ছেড়ে দেয়।

11 বছর বয়সে, পূর্ণাকে তাড়ওয়াইয়ের একটি মেয়েদের স্কুল tswreis**-এ ভর্তি করা হয়। বিদ্যালয়টি তার শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করত।



পূর্ণা ভোঙ্গিরে সম্ভ্রাহন্তে পাহাড়ে চড়া শেখাও শুরু করে।

*উপজাতী

[^] তেলেঙ্গানার একটি গ্রাম

** তেলঙ্গানা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার রেসিডেন্সিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন সোসাইটি

^{^^} তেলঙ্গানার একটি শহর

পূর্ণার প্রশিক্ষক শেখর বারু বাচিনাপল্লী ছিলেন একজন দক্ষ পর্বতারোহী যিনি 2007 সালে এভারেস্ট চূড়া জয় করেছিলেন।



একদিন, ডাঃ আর.এস. প্রবীণ কুমার, একজন অবসরপ্রাপ্ত IPS* অফিসার এবং TSWREIS-এর তৎকালীন সচিব, একটি মিশন নিয়ে স্কুলে পৌঁছালেন।



পূর্ণা তখনও জানতই না যে তার জীবন চিরতরে বদলে যেতে চলেছে।

ভঙ্গীরে ডাঃ কুমারের রক-ক্লাইম্বিং ভ্রমণ পরিদর্শনের সময়-



মুঞ্চ, ড. আর.এস. প্রবীণ কুমার অবিলম্বে দার্জিলিংয়ে উচ্চতর উচ্চতায় পর্বতারোহণ শেখার জন্য পূর্ণাকে বেছে নিলেন...

...এবং তারপর লাদাখে তুষার পর্বতারোহণ, যেখানে তিনি -35 ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও কম তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে শিখেছিলেন।



আট মাসের নিবিড় প্রশিক্ষণের পর, পূর্ণা মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণের জন্য প্রস্তুত হন।

2014 সালের 29 মে, 13 বছর বয়সী পূর্ণা বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী মেয়ে হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা 29,035 ফুট!



এভারেস্ট চূড়ায়, তিনি গর্বের সাথে ভারতের জাতীয় পতাকা, তেলেঙ্গানার পতাকা এবং তার স্কুলের পতাকা প্রদর্শন করেন।

পূর্ণা বিশ্বের অনেক পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেছে।

২০১৬তে মাউন্ট
কিলিমাঞ্জারো...



২০১৭তে মাউন্ট
এলব্রুস...



২০১৯-এ মাউন্ট
অ্যাকনকাগুয়া...



২০১৯-এ মাউন্ট
কার্স্টেনজ পিরামিড...

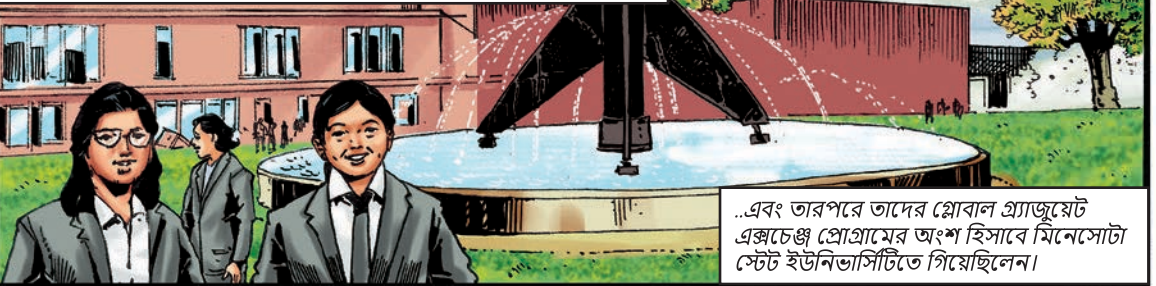


২০১৯-এ মাউন্ট
ভিনসন মাসিফ...



এবং শেষ পর্যন্ত, ২০২২ সালে মাউন্ট ডেনালি জয় করেন এবং এইভাবে 'সেভেন সামিট চ্যালেঞ্জ' সম্পন্ন করেন।

পূর্ণা একই সাথে Tswreis থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছে...



...এবং তারপরে তাদের গ্লোবাল গ্র্যাজুয়েট
এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে মিনেসোটা
স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ আরও অনেকে পূর্ণাকে
সম্মান জানিয়েছেন। তিনি ২৫ লক্ষ টাকা, একটি বাড়ি
এবং ৫ একর জমি ও অন্যান্য সম্মান পেয়েছেন।



পূর্ণা তার দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে
লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন।



আমি এভারেস্টে
আরোহণ করেছি এটা প্রমাণ
করতে যে, নারীরা যা করতে
চায় তা অর্জন করতে পারে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে সেই গ্রামের সরকারি স্কুলে যেখানে
পূর্ণা পড়াশোনা করেছেন। যেখানে একসময় ফাঁকা ক্লাসরুম ছিল,
এখন সেখানে ভর্তির জন্য অপেক্ষার দীর্ঘ তালিকা রয়েছে -
সর্বোচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণের মতো এটিও একটি বিজয়।

বিক্রমজিৎ চাকমা

এটা ছিল বাগানকরার ক্লাস এবং সব শিক্ষার্থীরা খুব উত্তেজিত ছিল।



ওই লাল
টম্যাটোগুলোকে
দেখো!

আমি বিশ্বাস
করতে পারছি না যে
ওগুলোকে আমরাই
ফলিয়েছি।



কোন গাছের
বেড়ে ওঠা এবং ফল ফলতে
দেখা ভূপ্তিদায়ক, তাই না?
বিক্রমজিৎ চাকমা এমন
একজন ব্যক্তি যিনি আপেল
বের* নামে একটি বিদেশী
ফল চাষ করেছিলেন।

কমলাপুর[^] নিবাসী ৩১ বছর বয়সী বিক্রমজিৎ
চাকমা, গভীর চিন্তায় ছিলেন।



এত কঠোর পরিশ্রম
করা সত্ত্বেও, আমরা এই বছর
আমাদের খামার থেকে মাত্র
১৫,০০০ টাকা উপার্জন করেছি।
আমাদের আরও লাভজনক শস্য
চাষ করতে হবে।

বিক্রমজিৎ ত্রিপুরা সরকারের সাথে কাজ করতেন, এবং তার
পরিবারের মালিকানাধীন একটি খামারেও কাজ করতেন।

মূল্যবান ফসলের খোঁজ তাকে আপেল বের-এর দিকে
নিয়ন্ত্রিত যায়। এটি মূলত বাংলাদেশে ফলানো একটি ফল।



বাংলাদেশের
আবহাওয়া কমলাপুরের
মতোই। আমি নিশ্চিত যে
আমরা ওদের এখানেও
ফলতে পারব।

বিক্রমজিৎ ঋণের জন্য আবেদন করলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ
থেকে ১,৩০০টি আপেল বের-এর চারা কিনলেন।

২০২০ সালের ১৩ই মার্চ, বিক্রমজিৎ তার ভাই এবং কাকা
চঞ্চল কুমার চাকমার সহায়তায় চারা রোপণ করেন।



হাক্কা** চারা গাছ
বড় করার জন্য তোমাকে
অবশ্যই তোমার কৃষি দক্ষতা
ব্যবহার করতে হবে। আর
আমি আপেল বেরের যত্ন
নেওয়ার বিষয়ে অনলাইনে
গবেষণা চালিয়ে যাব।

* জুজুবে বেরি
^ পেচারখাল, ত্রিপুরার একটি গ্রাম

** চাকমা ভাষায়, কাকা

কিছু মাসের মধ্যেই-



...এবং 2021 সালের জানুয়ারী নাগাদ, ফল
সংগ্রহের জন্য উপযোগী হয়ে উঠলো।



বিক্রমজিৎ নিয়মিতভাবে উদ্যানপালন* সম্পর্কে তার জ্ঞান ভাগ করেন নেন...



তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা প্রশংসিত
হয়েছেন এবং দিল্লিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
অনুরাগ ঠাকুরের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন।



বিক্রমজিৎ জীবনে একটি সাধারণ নীতি মেনে চলেন -



এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানোর পরিকল্পনা
করেছেন, উদ্ভাবনী থাকতে এবং অনুপ্রাণিত করা চালিয়ে যেতে চান।

মনোজ বেঞ্জওয়াল

শ্রেয়স তার দাদীর সাথে বাজারে এবং মন্দিরে গিয়েছিল।



শ্রেয়স যখন ওখানে অপেক্ষা করছিল
তখন এক মহিলা বাইরে এলেন এবং-



পরের দিন স্কুলে -



মনোজ বেঞ্জুওয়াল যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি একটি পরিচ্ছন্নতা মিশনে যুবকদের একটি দলে যোগ দেন।



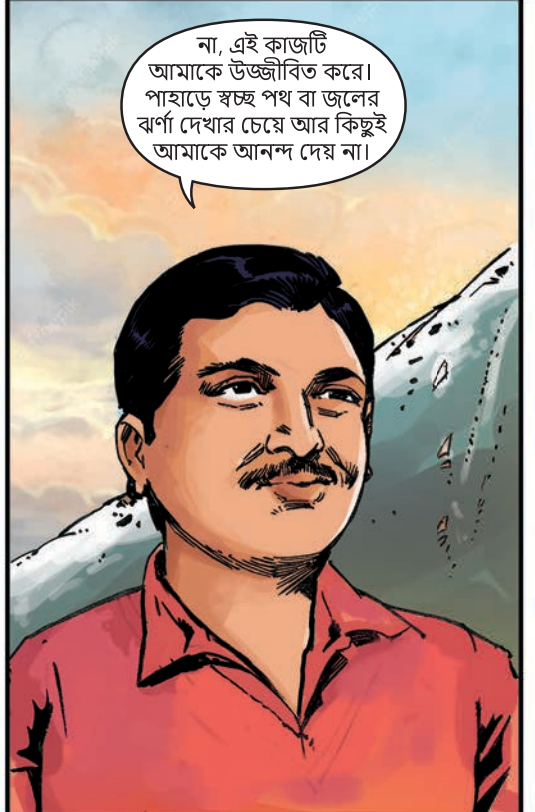
পথ পরিষ্কার করার জন্য মনোজ তার সহকর্মীদের সাথে কাজ করে বেশ কিছু দিন কাটালেন।



ছাত্রাবস্থার এই অভিজ্ঞতা মনোজের সাথে থেকে যায়।



না, এই কাজটি আমাকে উজ্জীবিত করে। পাহাড়ে স্বচ্ছ পথ বা জলের বর্ণা দেখার চেয়ে আর কিছুই আমাকে আনন্দ দেয় না।



*হিমালয়ের তৃণভূমি

মনোজ তার কথায় অটল ছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি উত্তরাখণ্ডে সেবা ইন্টারন্যাশনাল এবং তাদের প্রোগ্রাম, 'প্রবাহ'-তে যোগ দিয়েছিলেন।



মনোজের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ময়ুর দীক্ষিত তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন।







মন কি বাত

পর্ব 5

রোহণ কালে যখন গুজরাটে একটি কাজের জন্য সফর করছিলেন, তখন তিনি সেখানকার কিছু বিখ্যাত স্টেপ- ওয়েল বা সোপান-জলাশয় পরিদর্শন করেছিলেন। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি মহারাষ্ট্রের সোপান-জলাশয়গুলির জন্য একটি পরিস্কার অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনেক আগে এই সোপান-জলাশয়গুলি পর্যটকদের ভ্রমণপথে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎসবগুলি আবার পুরানো সময়ের মতো তাদের সিঁড়িতে উদযাপন করা শুরু হয়েছিল।

মন কি বাত, পঞ্চম খণ্ড-তে, নায়ার স্যার বাস্তব জীবনের নায়কদের বিনোদনমূলক গল্প বলে চলেছেন যারা তাদের চারপাশ, তাদের দেশ এবং বিশ্বকে আরও ভাল জায়গা করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করছেন। মহান দৃঢ়তা, সাহস এবং অধ্যবসায়ের গল্প যা অন্যদের এগিয়ে যেতে এবং সার্থক কিছু করতে অনুপ্রাণিত করে এবং উৎসাহিত করে।

₹99

www.amarchitrakatha.com

ISBN 978-81-19596-44-7



9 788119 596447